056

তারিখ 22 MAR 1987 ... ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

দৈনিক বাংলা

ভুলে ভর্তি বোর্ডের বই

এক বিষয়ে তিন বইয়ে তিন রকম তথ্য

॥ দিলীপ দেবনাথ ॥

বইতো নয়, যেন গোলকধাঁধা। একই বিষয়ে একেক বইয়ে একেক রকমের তথ্য ও তত্ত্ব। ছাত্ররা কোনটাকে নির্ভুল বলে জানবে?

নাটকের প্রসঙ্গে আসুন। বোর্ডের অনুমোদিত তিনটি বইয়ে এব্যাপারে তিন রকমের তথ্য। একটি বইয়ে বলা হয়েছে, ...। তাকেই বাংলা রঙ্গমঞ্চের 'জনক' বলা হয়। তার নাম গেরাসিম স্তেপানভিচ লিয়েবেদেফ। 'দি ডিসগাইজ' (ইংরেজী বানান) নামে একটি ইংরেজী নাটক তিনি নিজে বাংলায় অনুবাদ করেন। (পাঠ সংকলন)।

অন্য একটি বই তথ্য দিয়েছে, রুশদেশবাসী হেরাসিম লেবেডেফ ও তার মুন্সী গোলকনাথ দাস দুজনে মিলে 'ডিসগাইজ' (ইংরেজীতে বানান) নামে একটি নাটক বাংলায় অনুবাদ করেন। (সাহিত্য প্রসূন)।

আরেকটি বই নাটক সম্পর্কে জানিয়েছে এভাবেঃ বাংলা নাটক রচনাও শুরু হয়েছে উপন্যাস রচনার সমসাময়িককাল থেকে বলা চলে। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক প্রকাশের পূর্বে যথার্থ ও পরিপূর্ণ কোন নাটক দেখা যায় নাই। (কথা সাহিত্য)।

তিনটি বইই বোর্ডের অনুমোদিত বাংলা দ্রুত পঠন হিসেবে পাঠ্য। এই বইগুলো বোর্ডের নিয়োজিত সম্পাদক হিসেবে সম্পাদনা করেছেন ডঃ আলাউদ্দিন আল

(৭-এর পৃঃ দ্রঃ)

তারিখ 22 MAR 1987 ... ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

দৈনিক বাংলা

ভুলে ভর্তি বোর্ডের বই

(প্রথম পৃঃ পর)

আজাদ। পাঠ সংকলন বইটির মূল সম্পাদক জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হায়াৎ মামুদ। সাহিত্য প্রসূনের মূল সম্পাদক জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রফেসর ডঃ মোহাম্মদ আবদুল কাইউম। কথা সাহিত্য বইটির মূল সম্পাদক দুজন—এল বারী ও চাঁটকেঁড় নাজিমউদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব [illegible] কোনটিরই শ্রেণী বিভাগ বইয়ে নেই। নাটক উপস্থাপনার [illegible]টি পয়েন্ট নিয়েও বইয়ে আলোচনা হয়নি। মুলেন্সের ফুলমনিরও করুণার বিবরণকে ধরা হয়েছে প্রথম উপন্যাস হিসেবে। এছাড়া বইটির সূচীপত্রে কাবুলিওয়ালাকে লেখা হয়েছে নাটিকা। ভেতরে বলা হয়েছে নাটক।

সংক্ষেপীকরণ

পথের পাঁচালী উপন্যাসটির সংক্ষিপ্ত রূপ পাঠ সংকলন ও কথা সাহিত্য এই দুটি বইয়েই দেয়া হয়েছে। দুটির স্বাদ দু রকম। পাঠ সংকলনের মুদ্রিত সংক্ষিপ্ত রূপটিতে মূলের স্বাদ মেলে। এতে মূল উপন্যাসের প্রথম ও শেষ অংশটিকে প্রায় অবিকৃত রাখা হয়েছে। কথা সাহিত্যে মুদ্রিত সংক্ষিপ্ত রূপটিতে ঘটনার প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। লেখকের ভাব বা প্রকৃতি বর্ণনায় প্রাধান্য দেয়া হয়নি। উপন্যাসটি যে সংক্ষেপ করা হয়েছে বইয়ে তারও কোন উল্লেখ নেই।

কিছু শব্দার্থ

জ্ঞাতিভ্রাতা—আপন ভাই
ব্রহ্মাস্ত্র—বৃক্ষ প্রদত্ত অস্ত্র
(কথা সাহিত্য)

বইগুলো পড়লে সন্দেহ জাগে সত্যি সত্যিই সম্পাদকদের কাঁচির ছোঁয়া তাতে লেগেছে কিনা।

শিক্ষক মহল প্রশ্ন তুলেছেন এই তিনটি ভিন্ন মানের বই থেকে ছাত্ররা কিছু শিখে পরীক্ষায় প্রশ্নের উত্তর দিলে নম্বর কি একই রকম পাবে-না ভিন্ন [illegible]? আর যদি ভিন্ন নম্বর পায় তবে দায়ী হবে কে—বোর্ড না শিক্ষক?